The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ইসলামে চিত্তবিনোদন : স্বরূপ ও প্রকৃতি

[Entertainment in Islam : Image and Nature]

Dr. Muhammad Mahbubur Rahman
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 10 February 2025
Received in revised: 24 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Entertainment, Laughter, Jokes, Nature, Islam.

ABSTRACT

Work-weary people need rest and recreation for mental and emotional peace and vitality. Joy and entertainment soothe people and make the mind healthy and refreshed. Islam wants a person to worship Allah with cheerful heart. On the other hand dislikes inferiority, depression, joylessness and weakness. Special importance has been given to the physical and spiritual needs of people. In the eyes of Islam, tranquility and cheerfulness are essential for a successful life. Just as different types of food and vitamins are needed for the human body, entertainment is also very important for the soul. One of the characteristics of human character is that when cheerfulness comes to the mind, smile appears on the face. Laughter is a unique means of entertainment for mankind. According to psychologists, fun, happiness and cheerfulness prevent various diseases and also stop the rapid spread of various types of cancer in the body. From the point of view of medical science, laughter, humor and cheerfulness are an involuntary reaction that causes 15 muscles of the face to contract at the same time and cause rapid breathing. Therefore, pleasure and entertainment have been given great importance in the treatment of various diseases. Laughter and humor are reflected in various aspects of the Prophet's (PBUH) life. Rasulullah (PBUH)'s laughter and jokes were meaningful and truthful. Rasulullah (PBUH) laughed and joked. But even this has certain decencies, certain boundaries. Laughter beyond limits is condemned in Islamic Shari'a. The article is discussed in the light on Chittobinoda in the eyes of Islam.

১. ভূমিকা

চিত্তবিনোদন বলতে সহজভাবে আমরা বুঝি নিজের বা অপরের মনে আনন্দের সঞ্চার করা। মানুষের হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টি করার মধ্যে বহু সাওয়াব রয়েছে। মানুষের স্বভাবগত চাহিদার অন্যতম হলো চিত্তবিনোদন। এর প্রতি ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। ইসলাম চিত্তবিনোদনের বিষয়টিকে কম গুরুত্ব প্রদান করেনি। বিনোদনের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। বয়সের পার্থক্যের কারণে বিনোদনেরও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মানব চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মনে প্রফুল্লতা আসলে সাথে সাথেই চেহারায় হাসির ভাব প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবীদের সাথে মাঝে মধ্যে হাসি ও রসিকতা করতেন। তবে এর মধ্যে ছিল বিশেষ শালীনতা ও নির্দিষ্ট সীমারেখা।

২. সফর বা ভ্রমণের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন

সফর তথা ভ্রমণের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন লাভ করা যায়। ভ্রমণের ফলে মানুষের মনে জমে থাকা অবসাদ, একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর হয় এবং মন সতেজ ও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ভ্রমণ মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে। তাছাড়া ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ও আল্লাহর নিয়ামত উপলব্ধি করে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। ই'য়াকূব আ. তদ্বীয় পুত্র ইউসুফ আ.-কে বিনোদনের জন্য তার ভাইদের সাথে সফরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়া আল-কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন স্মৃতিময় স্থান ভ্রমণ এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

'(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কেমন?'[১]

অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজসাধ্যতা চান। তিনি তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না।'[২]

বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আনন্দ ও চিত্তবিনোদনকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সা. নিজেও শরীরচর্চার অংশ হিসেবে কুস্তি, ব্যায়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও উৎসাহ দিতেন। আইশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: حَسْبُكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي

'মদীনায় একবার কিছু কৃষ্ণাঙ্গ যুবক বর্শা নিয়ে খেলছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সা. তাদের বললেন, 'খেলতে থাকো।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'বনু আরফিদার বাসিন্দারা! তোমরা খেলাধুলা করো। যেন ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা জানতে পারে যে, আমাদের ধর্মেও বিনোদন আছে।'[৩]

৩. খেলাধুলার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন

ইসলামকে স্বভাবধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনকে ইসলামে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করা হয়নি। কেবল ক্ষেত্রবিশেষে তা নিয়ন্ত্রিত করেছে মাত্র। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পথকে বাধামুক্ত ও নিষ্কন্টক রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে খেলাধুলার বিষয়টি উল্লেখ করতে হয়। ইসলাম খেলাধুলা ও শারীরিক ব্যায়ামকে কীভাবে গ্রহণ করেছে? এক্ষেত্রে ইসলাম সে সব খেলধুলাকে প্রত্যাখ্যান করে যা মানুষের উপকারের চেয়ে অপকার করে বেশি। পক্ষান্তরে শরীরচর্চা ও সুস্থ বিনোদনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খেলাধুলাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। এ শ্রেণির খেলাধুলার মধ্যে অগ্রগামী হলো, এথলেটিক্স, বর্শা নিক্ষেপ বা শুটিং, দৌড় ইত্যাদি। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন,

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

'বাহ্যত উদ্দেশ্যবিহীন খেলাধুলার মধ্যে কেবল তিনটি বিবেচ্য। ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ পরিবারের সাথে বিনোদন করা এবং তীর-ধনুক দিয়ে শুটিং করা, কারণ এগুলো বাস্তব বিষয়।'[৪]

উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকার খেলাধুলার বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এগুলোর উপর কিয়াস করে নিম্নোক্ত শ্রেণির খেলাধুলা ও বিনোদনকে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- নৌকা বাইচ, শুটিং, সাঁতার ইত্যাদি।

প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই সামরিক বাহিনী রয়েছে। শান্তিকালীন সময়ে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখে; অলস হিসেবে বসে থাকে না। এ সময় তারা বিভিন্ন ধরনের পিটি, প্যারেড, মহড়ায় অংশ নেয়। শরীর ঠিক রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। প্রস্তুতিমূলক এসব খেলাধুলাকে অনুশীলন বা যাই বলা হোক না কেন, এটা আল্লাহ তা'আলার বিধানের পরিপন্থি নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تَرهَبون به عد وعدوكم دُو الله﴾

'তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে।'[৫]

এই আয়াতে 'কুওয়াত' তথা শক্তি-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, 'এ হচ্ছে রশি, তীর, বর্শা ইত্যাদি নিক্ষেপ (শুটিং)।'[৬] রাফি' ইব্ন খাদীজ রা. বলেন,

كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِب مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أحدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرَ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

'আমরা রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। এরপর আমাদের কেউ কেউ সালাত শেষ করে ফিরার সময় তার তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্থানটি দেখতে পেত।'[৭]

হাদীসে বিষয়টি তাদের অনুশীলনের কাজ ছিল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা র. বলেছেন, চারটি ইভেন্টে টাকার বিনিময়ে হলেও প্রতিযোগিতা করা জায়েয, ১. তীর ও বর্শা নিক্ষেপ, ২. ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর দৌড়, ৩. উট, গরু-মহিষ ইত্যাদির দৌড় এবং ৪. দৌড় প্রতিযোগিতা। কারণ এগুলো হলো যুদ্ধের প্রস্তুতি।'[৮]

বলাবাহুল্য, এগুলো প্রথমত নিজের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য সহায়ক এবং দ্বিতীয়ত শক্তিশালী দেহ গঠনে যা যুদ্ধের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন, এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সা. বিশেষ পরিচর্যায় প্রশিক্ষিত ও সাধারণ ঘোড়ার মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন।[৯] প্রথমোক্ত দলটি হাইফা থেকে সানিয়াতুল ওয়াদা এবং দ্বিতীয় দলটি সানিয়া থেকে মসজিদে বনী যুরায়ক পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো।

উপর্যুক্ত বিষয়ের উপর কিয়াস করে সাঁতার, নৌকা বাইচ ইত্যাদি প্রতিযোগিতাসমূহকেও জায়েয হিসেবে গণ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ সা. কোনো মল্লযোদ্ধা হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেননি। কিন্তু আরবের সেরা কুস্তিগীর 'রুকানাহ' যখন তাঁকে

চ্যালেঞ্জ করে বলল যে, যদি তাকে হারাতে পারে তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। অতঃপর তিনি তার সাথে কুস্তি লড়ে তাকে পরাজিত করেন।[১০] এটি গর্হিত কাজ হলে তিনি কখনও এরূপ কাজে অবতীর্ণ হতেন না। সতর ঢাকার মতো লেবাস পরে কুস্তি খেলা বৈধ। কেননা স্বয়ং নবী করীম সা. কুস্তি লড়ে প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর রুকানাকে পরাজিত করেছিলেন। তবে ফ্রি স্টাইল কুস্তি বৈধ নয়। কারণ তাতে শরীর চর্চার চেয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সা. তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এক চাদনি রাতে আইশা রা.-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। ইতঃপূর্বে একবার আইশা রা.-কে রাসূলুল্লাহ সা. হারিয়েছিলেন। কিন্তু এ যাত্রায় রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর দেহ কিছুটা ভারি হয়ে যাওয়াতে তিনি হেরে যান।[১১]

অপর এক হাদীসে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ সা. একবার চলার পথে দেখলেন, কে বেশি শক্তিশালী তা প্রমাণ করার জন্য কিছুসংখ্যক সাহাবী পাথরের ভার উত্তোলন করছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সা. তাদেরকে নিষেধ করেননি।'[১২] এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে সকল খেলাধুলায় অযথা সময় নষ্ট হয় না বা কারও কোনো ক্ষতি হয় না, বরং এতে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, তা ইসলামে অনুমোদিত। কারণ ইসলাম প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়। তাই বলা যায় যে, ইসলামের কোনো নির্দেশ বা অনুশাসনে ব্যাঘাত না ঘটলে যেকোনো খেলাধুলাই হতে পারে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সহায়ক। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, **الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ مِنَ الْمُؤْمن الضعيف.** 'শারীরিকভাবে শক্তিশালী মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিন ব্যক্তি অপেক্ষা প্রিয়তর ও উত্তম।'[১৩] যে সকল নির্দোষ খেলাধুলা ব্যক্তির শরীর গঠন ও শারীরিক শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক, সেগুলোকে এ হাদীসের আওতায় উৎসাহিত করা হয়েছে।

সুস্থতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতের গুরুত্ব অসুস্থ হওয়ার পূর্বে অনুধাবন করা যায় না। কোনো রোগ এমন আছে, যেগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ সারা জীবনের অর্জিত সব সম্পত্তি দিয়ে দিতে রাজি, কিন্তু পৃথিবীর এরপরও তারা এক চিলতে সুখ ক্রয় করতে পারে না। কখনো কখনো সাধারণ রোগব্যাধিও এতটা যন্ত্রণাদায়ক হয় যে, রোগীর কাছে মনে হতে থাকে, এই মুহূর্তে এই রোগটা থেকে মুক্ত হওয়া তার কাছে বিশ্বজয়ের চেয়ে বড়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সা. সুস্থতার নিয়ামতকে মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, **نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ** 'এমন দুটি নিয়ামত আছে, যে দুটিতে বেশির ভাগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা আর অবসর।'[১৪]

পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের আগে সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। এর একটি হচ্ছে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থ থাকার সময়টি। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

'হে আমার উম্মত! পাঁচটি সম্পদ হারানোর আগে যথাযথ মূল্যয়ন করো। যথা ১. তোমার বার্ধক্যের আগে যৌবন, ২. রোগগ্রস্ত হওয়ার আগে সুস্থতা, ৩. দরিদ্রতার আগে অভাবমুক্ত থাকা, ৪. ব্যস্ততার আগে অবসর সময় এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বের জীবন।'[১৫] অতএব যেসব অঙ্গ সঞ্চালনমূলক খেলাধুলা ব্যায়ামের পর্যায়ে পড়ে এবং শারীরিক সুস্থতার সহায়ক হয়, তা অবশ্যই নির্মল বিনোদন, যা ইসলাম অনুমোদন করে।

৪. কৌতুকের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন

ইসলাম চিত্তবিনোদনের বিষয়টিকে হালকা করে দেখা হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, 'তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, তোমার দর্শনার্থীদের অধিকার রয়েছে, তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে।'[১৬] যুবক সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা.-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সা. উপর্যুক্ত উপদেশ প্রদান করেছেন। যিনি নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে ফেলে রেখে নফল সালাতের জন্য মসজিদে পড়ে থাকতেন।

বিনোদনের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। বয়সের ভিন্নতায় বিনোদনেরও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন- এক শিশু সাহাবী (আনাসের ছোট ভাই) একটি বুলবুলি পাখির বাঁচ্চা প্রতিপালন করে আনন্দ করত। হঠাৎ সেটি মারা যাবার পর রাসূলুল্লাহ্ সা. তার বাসায় গিয়ে পাখিটিকে না দেখে আদুরে কণ্ঠে বললেন, **يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.** 'হে আবূ উমায়র! কী করল নুগায়র?'[১৭]

নুগায়র অর্থ বুলবুলি। তবে আব্দুর রহমান আন্-নাহাবী বলেন, 'এটি একটি পাখির নাম, যার সাথে তিনি খেলতেন।'[১৮] এখানে রাসূলুল্লাহ্ সা. শিশুর সাথে তার মতো করে কথা বলেছেন। যা ছিল নিতান্ত আনন্দ ও বিনোদনেরই বহিঃপ্রকাশ।

একবার সাহাবী আকরা ইব্ন হারিছ রা. রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে দেখলেন যে, তিনি তাঁর পৌত্র হাসান রা.-কে চুমু খেলেন। তখন ঐ সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, তাদের তো একবারের জন্যও চুমু খাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দয়া করে না, সে দয়া পাবে না।'

রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর নাতিদ্বয় হাসান ও হুসাইন রা.-কে আদর করতেন, কোলে নিতেন ও তাদের সাথে আনন্দ করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সা. ঘোড়ার মতো সেজে হুসাইন রা.-কে পিঠে তুলে মসজিদে নববীর এক পাশ থেকে আরেক পাশে ঘুরেন। রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সবাই অবহিত। তাঁর মতো একজন নবী যদি শিশুদের সাথে এরূপ স্নেহময় অনুপম ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আমরা আমাদের শিশুদের সাথে কেন অনুরূপ ব্যবহার করব না?

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর স্ত্রী আইশা রা.-এর সাথে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন তার নয় বছর বয়সের সময়। এ সময় তাঁর ঘরে খেলার জন্য কিছু পুতুল ছিল।[১৯] রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁকে এ বয়সে বিবাহ করেছিলেন মূলত আল্লাহ্ তা'আলার সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ সা. আইশা রা.-এর বয়সের স্বাভাবিক প্রবণতাকে অবজ্ঞা করেননি।

৫. হাসি ও রসিকতার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন

হাসি মানবজাতির চিত্তবিনোদনের এক অনন্য উপকরণ। তবে এর মধ্যেও বিশেষ শালীনতা রয়েছে, রয়েছে নির্দিষ্ট সীমারেখা। সীমা অতিক্রম করে হাসাহাসি করা ইসলামী শরীয়তে নিন্দনীয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

'অতএব তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের পরিবর্তে অনেক বেশি কাঁদবে।'[২০]

হাসির প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় হাসি তিন প্রকার। যথা-

ক. **الضَّحك বা খিলখিলিয়ে হাসা: الضِّحك** শব্দটি বাবে **سمع**-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ, সাধারণ হাসি, যাতে তার দুঠোট খুলে গেল এবং খুশিতে দাঁত প্রকাশিত হয়। ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী (মৃত্যু ৭১১ হি.) বলেন, '**اَلضِّحكُ** হলো আনন্দে সামনের দাঁত প্রকাশ পাওয়া। **اَلضَّحك** শব্দের দোয়াদ (ضاد) বর্ণ যবর এবং হা (حا) বর্ণ জযম দ্বারা পঠিত হয়। অর্থ আর্শ্চাযান্বিত হওয়া।[২১] পরিভাষায় দাঁত দেখিয়ে শব্দ করে হাসা। সর্বোপরি গণ্ডদেশ ও কপাল ভাজ করে হাসাকে **ضِحكٌ** বলে। এটা অমঙ্গলের ইঙ্গিত। জ্ঞানী লোকের এ ধরনের হাসা উচিত নয়। এতে নামায নষ্ট হয়, কিন্তু ওযু নষ্ট হয় না।

খ. **التَّبَسُّمْ বা মুচকি হাসি: التَّبَسُّمْ** শব্দটি বাবে **تَفَعُّل**-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ, মুচকি হাসি। পরিভাষায়, তাবাস্‌সুম বলা হয় ঐ হাসিকে, যাতে কোনো শব্দ নেই, মুখমণ্ডল ও চেহারায় হাসির ভাব পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয়। তবে দাঁত দেখা যায় না। এরূপ হাসা সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সা. সর্বদা এভাবে হাসতেন।

গ. **القهقهة বা অট্টহাসি: القهقهة** বাবে **فَعْلَلَةٌ**-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ, অট্টহাসি। পরিভাষায়, কণ্ঠ, তালু, আলা-জিহ্‌বা প্রদর্শন করে চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে বিকট আওয়াজ সহকারে হাসাকে **القهقهة** বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের হাসি অবৈধ। এতে নামায ও ওযু উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়। বোকা ব্যক্তিরা এভাবে হাসে।

রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হাসি

রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর স্ত্রীদের সাথে হাসি-রসিকতা করতেন। ইব্‌ন আবূ মুলাইকা র. বলেন,

فَرَحَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّهَا يَا رَسُولَ اللهِ بَعْضُ دَعَابَاتُ هَذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بَعْضُ مَزَاحِنَا هَذَا الْحَيِّ.

'আইশা রা. একবার রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর কাছে বসে রসিকতা করলেন। তখন তার মা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সা.! এই মহল্লার কিছু কিছু চুটকি কিনানা গোত্র থেকে এসেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, বরং আমাদের মহল্লাটিই কিছু হাস্য-রসিকতার মূর্তপ্রতীক।'[২২]

রাসূলুল্লাহ্ সা. হয়তো চুটকি সম্বোধন করে রসিকতা শেখাতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. তাঁর সাথীদের সাথেও মাঝে মাঝে হালকা রসিকতা করতেন। তবে তিনি কখনও সত্যকে ছাড়িয়ে যাননি। একবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট একটি বাহন চাইতে আসেন। তখন তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে বাহন হিসেবে একটি উটনীর বাচ্চা দিচ্ছি। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আমি উটের বাচ্চা দিয়ে কী করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, আরে! উটনী কি বাচ্চা ছাড়া কিছু প্রসব করে? অর্থাৎ আজকের বয়স্ক উটটি তো কোনো না কোনো উটনীর পেট থেকে বাচ্চা হয়েই জন্ম নিয়েছিল আরেকবার তিনি এক বৃদ্ধাকে দেখে বললেন, 'বৃদ্ধারা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা তো এ কথা শুনে কেঁদেই খুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, জান্নাতে যখন যাবে, যুবতী হয়েই যাবে।'[২৩]

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সা. মিথ্যা বলে কাউকে হাসাতেন না। সত্য কথাকেই বিনোদনের আবরণে প্রকাশ করতেন মাত্র। একদা রাসূলুল্লাহ্ সা. বিনোদনের জন্য তাঁর মসজিদে ইথিওপিয়ান নিগ্রোদের যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে খেলার অনুমোদন দিয়েছিলেন। তখন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে গালে গাল লাগিয়ে আইশা রা. তা দেখছিলেন।[২৪] তিনি তাদেরকে এ বলেও উৎসাহ দিচ্ছিলেন, دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ 'তোমাদের পেছনে হে বনি আরফিদাত!'[২৫]

বনু নাজ্জার থেকে একখণ্ড জমি কিনে রাসূলুল্লাহ্ সা. মদীনায় মসজিদ নির্মাণের সময় সাহাবীরা ইট ও মাটি বহনের সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَمِ الأَنْصَارَ، وَالمُهَاجِرَهْ.

'হে আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।'[২৬]

এছাড়া বিনোদনের উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠের আসরও বসত মদীনায়। তিনি নিজে বহু কবিতা শুনেছেন। এমনকি 'বানাত সুআদ' কবিতাটির জন্য কবি কা'ব ইবন যুহায়রকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিহিত পবিত্র চাদর (বুরদাহ) উপহার দিয়েছিলেন।

বিনোদন বলতে সহজভাবে আমরা বুঝি নিজের বা অপরের মনে আনন্দের সঞ্চার করা। মানুষের হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টি করার মধ্যে যে বিরাট সাওয়াব রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাদের জানিয়েছেন।

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرُور تُدْخِلُهُ قَلْبَ مُسْلِمٍ.

'কোনো মুসলিম নর-নারীর মনে আনন্দের সঞ্চার করা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ।'[২৭]

রাসূলুল্লাহ্ সা. অপর এক হাদীসে বলেন,

مَا أَدْخَلَ رَجُلٌ عَلَى قَلْب مُؤْمِن سُرُوراً الأخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَالِكَ سرُورِ مَلَكًا يَعْبُدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُوَحدَهُ ، فَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ ذَالِكَ السُّرُورُ فَيَقُولُ: أَمَا تَعْرِفْنِي؟ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ انْتَ؟ فَيَقُولُ : انا السرور الذي أَدْخَلْتَنِي عَلَى فُلاَن انَا الْيَوْمَ أونس وَحَشَكَ، وَالقَنَّكَ حُجتَكَ وَأَثْبِتُكَ بِالْقَول الثَّابِتِ، وَأَشْهَدُكَ مُشَاهَدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاشْفَعْ لَكَ إِلى رَبّكَ وَأرِيكَ مَنْزلَكَ من الجنة.

'যখনই কোনো ব্যক্তি কারো মনে কোনো আনন্দের সঞ্চার করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা এ আনন্দটির পুরস্কার স্বরূপ একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। যিনি তাঁর ইবাদত-তাওহীদে মশগুল হয়ে যান। যখন ঐ বান্দা কবরস্থ হয়, তখন সেই আনন্দটি ফিরে এসে বলে, আমি আপনার সেই আনন্দ, যা আপনি অমুকের মনে সঞ্চার করেছিলেন। আমি আজ আপনার ভয়-বিহ্বলতার সময় সঙ্গ দিব, আপনাকে যুক্তিপূর্ণ উত্তর স্মরণ করিয়ে দিব এবং দৃঢ়বাক্যে আপনাকে অবিচল রাখব। আমি কিয়ামতের দিন আপনার সাথে উপস্থিত থাকব এবং আপনার জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করব এবং বেহেশতে আপনার আবাসস্থল দেখিয়ে দিব।'[২৮] আনন্দিত হওয়া বা হাসতে ইসলাম নিষেধ করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের লক্ষ্য করে আল-কুরআনে বলেছেন,

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُو يَكْسِبُونَ.﴾

'তারা যেন কম হাসে এবং বেশি কাঁদে, এটি তাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ।'[২৯]

কিন্তু অনেকে না বুঝে মুমিনদের এ আয়াত শুনিয়ে সবসময় চিন্তাক্লিষ্ট রাখতে চায়। দেখা যায়, অনেকেই মুখ গোমরা করে রাখাকে বুযুর্গী মনে করে থাকেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ. 'কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে দেখা করাকেও।'[৩০]

আবূ যার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন,

وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ.

'তোমার ভাইয়ের অবয়ব লক্ষ্য করে তোমার স্মিত হাসিও তোমার একটি সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।'[৩১]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেওয়া নিয়ামতের চিহ্ন বান্দার মধ্যে দেখে খুবই খুশি হন। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

'আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেয়া নিয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দার মধ্যে দেখতে ভালোবাসেন।'[৩২]

৬. ইসলামী গানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন

যে সব গান কোনো বেগানা মহিলার কণ্ঠে পরিবেশিত হয় না এবং যাতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না, সেগুলো শ্রবণ বৈধ। অন্যদিকে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে গাওয়া গান শোনা এবং নর্তকীর নাচ উপভোগ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

'এক শ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং তাকে (আল্লাহর পথ) নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'[৩৩]

এ আয়াতে 'অবান্তর কথাবার্তা' বলতে গান-বাজনা, বাজে উপন্যাস, অশ্লীল কথাবার্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, 'নিশ্চয়ই এই উম্মত ভূমিধ্বস, উৎক্ষেপণ ও বিকৃতি সাধন হবে, যখন তারা মদ পান করবে, গায়িকা স্নারা গানের আয়োজন করবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।'[৩৪]

৭. উপসংহার

অবিরাম কাজকর্ম করার ফলে ক্লান্ত হওয়া মানুষের অন্যতম স্বভাব। আর ক্লান্তি দূর করতে প্রয়োজন একটু চিত্তবিনোদন। যেন নবোদ্যমে পুনরায় কাজ শুরু করতে পারে। ইসলাম স্বভাবগত ধর্ম বিধায় তা বৈধ পন্থায় প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করার যাবতীয় পথ উন্মুক্ত রেখেছে। ইসলাম দেহ-মনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার কারণে, ইহকাল ও পরকালের পাথেয় যোগান দেয়ার কারণে এবং সকলের নিকট স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত করার কারণে অন্যান্য ধর্ম থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর জীবনে এর প্রতিফলন দেখা যায়। চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৩৫] ভ্রমণের মাধ্যমে সুস্থ বিনোদন বা নিষ্কলুষ আমোদ-প্রমোদ লাভ করা যায়। ভ্রমণের ফলে মানুষের মনে জমে থাকা অবসাদ, একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর হয়ে সতেজ ও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। ভ্রমণ মানুষের শরীরকেও সুস্থ রাখে। তাছাড়া ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ও আল্লাহর নিয়ামত উপলব্ধি করে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। কেননা এর মাধ্যমে শরীর ও মনে সজীবতা আসে, প্রাণে চাঞ্চল্য আনে এবং ইবাদতে উদ্যম তৈরি করে।

৮. ফলাফল

আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার সারনির্যাস হলো:

- মানুষের স্বভাবগত চাহিদার অন্যতম মাধ্যম চিত্তবিনোদনের বিষয়টি ইসলামী শরীয়তে বৈধ। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই শালীনতা ও শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমারেখা অনুসরণ করতে হবে।
- ইসলাম চিত্তবিনোদনের বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সা. ও তাঁর সাহাবীদের সাথে মাঝে মধ্যে হাসি ও রসিকতা করতেন।
- সফর বা ভ্রমণের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন লাভ করা যায়।
- শরীয়ত নির্ধারিত বৈধ খেলাধুলার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন লাভ করা যায়।
- সত্য ও বৈধ রসিকতার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন লাভ করা যায়।
- রাসূলুল্লাহ্ সা. সর্বদা মুচকি হাসতেন। এরূপ হাসি সুন্নাত। তাই চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে সর্বদা মুচকি হাসার চেষ্টা করা প্রয়োজন।
- বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত ইসলামী গানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন লাভ করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ সূরাহ্ আল-আন'আম, ৬ : ১১।

২ সূরাহ্ আল-বাকারাহ, ২ : ১৮৫।

৩ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি'*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ : দারুস্-সালাম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), বাবুল হারবি ওয়াদ্-দারাকি ইয়াওমাল ঈদি, হাদীস নং ৯৫০, পৃ. ১৬; বাবুদ্ দারাকি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস্-সহীহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইব্ন হায্ম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), বাবুর রুখসাতি ফিল'ইবিল্লাযী লা মা'সিয়াতা ফীহি ফী আইয়্যামিল 'ঈদি, হাদীস নং ৮৯২/১৯, পৃ. ৬০৯।

৪ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *আস্-সুনান* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবুন ফির-রামী, হাদীস নং ২৫১৩; ড. ওয়াহাবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (দিমাশক: দারুল ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ৬৩২।

৫ সূরাহ্ আল-আনফাল, ৮ : ৬০।

৬ উকবা ইবন আমির (রা) সূত্রে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন। দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আশ্-শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, ৮ম খণ্ড (মিসর: দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৮৫, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসাম'ঈল, *সুবুলুস সালাম*, ৪র্থ খণ্ড (মিসর: দারুল হাদীস, তা.বি.), পৃ. ৭১।

৭ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আল-জামি'*, বাবু ওয়াকতিল মাগরিব, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৫৯, পৃ. ১১৬; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস্-সহীহ*, ১ম খণ্ড, বাবু বায়ানি আন্না আওয়্যালা ওয়াকতিল মাগরিবি ইনদা গুরূবিশ-শামসি, হাদীস নং ৬৩৭/২১৭, পৃ. ৪৪১।

৮ ড. ওয়াহাবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৩২।

[৯] ইবন উমর (রা) থেকে বুখারী ও মুসলিম (র) বর্ণনা করেন, النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْمُضَمَّرَةِ وَبَيْنَ الَّتِي لَمْ تُضَمَر দ্র. *সুবুলুস সালাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০।

[১০] সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *আস্-সুনান*, হাদীস নং ৪০৭৮; মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরযিমী, *আল-জামি'* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), হাদীস নং ১৭৮৫।

[১১] আরবী ভাষ্য: ﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ، فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا رَهِقَنِي اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِيكِ﴾ দ্র. আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ৪০শ খণ্ড (বৈরূত: দরুল ফিক্র, তা.বি.), হাদীস নং ২৪১১৮, পৃ. ১৪৪; মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী, *আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহ ইবন হিব্বান*, তাহকীক: শু'আয়ব আল-আরনূত, ১০ম খণ্ড (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম খণ্ড, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.), যিকরু ইবহাতিল মুসাবাকাতি বিল-আকদামি ইযা লাম ইয়াকুন বায়নাল মুতাসাবিকীনা রিহানুন, হাদীস নং ৪৬৯১, পৃ. ৫৪৫।

[১২] ড. ওয়াহাবাহ আয্-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৩২।

[১৩] আল্-মুনযিরী, *আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, তাহকীক: আবদুর রহমান আল-খালাবী, উসূলুত্ তাররিয়াহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্ (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ১০৬।

[১৪] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি'*, হাদীস নং ৬৪১২।

[১৫] মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ আল-হাকিম আন্-নায়সাপূরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহায়ন*, তাহকীক: মুস্তফা আব্দুল কাদির আত্তার, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্কলন, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং ৭৮৪৬; আহমাদ ইবনুল হুসায়ন আল-বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান* (রিয়াদ: মাকতাবতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), হাদীস নং ৯৭৬৭।

[১৬] ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *আল-ইবাদাহ ফিল ইসলাম* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ্, তা.বি.), পৃ. ১৮৩, হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন।

[১৭] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি'*, ৮ম খণ্ড, বাবু আল-ইনবিসাত ইলান নাস, হাদীস নং ৬১২৯, পৃ. ৩০; *সুনানু আবী দাউদ*, ৪র্থ খণ্ড, বাবু মা জাআ ফির-রাজুলি ইয়াতাকান্না ওয়া-লায়সা লাহু ওয়ালাদুন, হাদীস নং ৪৯৫৯, পৃ. ২৯৩; মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরযিমী, *আল-জামি'*, ৪র্থ খণ্ড, বাবু মা জাআ ফিল মিযাহ্, হাদীস নং ১৯৮৯, পৃ. ৩৫৭; মুহাম্মাদ ইব্ন মাজাহ আল-কাজভীনী, *আস্-সুনান*, ২য় খণ্ড (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবুল মিযাহ, হাদীস নং ৩৭২০, পৃ. ১২২৬।

[১৮] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি'*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬।

[১৯] এ প্রসঙ্গে আইশা (রা) বলেন, 'তোমরা অল্পবয়সী মেয়েদের খেলাধুলার আগ্রহকে মূল্যায়ন করবে।' দ্র. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি'*, কিতাবুন নিকাহ্; ইমাম নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: আল-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যাহ্, তা. বি.), কিতাবুল ঈদাইন, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

[২০] সূরাহ্ আত্-তাওবাহ, ৯ : ৮২।

[২১] ইব্ন মানযূর আল-ইফরিকী, *লিসানুল-আরাব*, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: মু'আস্সাসাতু তারীখিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৬; ড. ইবরাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল-ওয়াসীত* (ইউ পি: কুতুব খানায়ে হুসায়নিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৫৩৫।

[২২] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ ১৩৩, হাদীস নং ২৬৫।

[২৩] পূর্বোক্ত, হাদীস নং ২৬৬।

[২৪] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইব্ন হায্ম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), কিতাবুল ঈদাইন।

[২৫] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-জামি'*, ৪র্থ খণ্ড, বাবুদ দরাক, হাদীস নং ২৯০৭, পৃ. ৩৯।

[২৬] পূর্বোক্ত, ৫ম খণ্ড, বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যে (সা) ওয়া আসহাবিহি ইলাল মাদীনাতি, হাদীস নং ৩৯০৬, পৃ. ৬০।

[২৭] ইব্ন হিশাম, *আস্-সীরাতুন্-নাবুবিয়্যাহ্*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫০৩।

[২৮] আল্-মুনযিরী (র) ইব্ন আবিদ দুনইয়া থেকে বর্ণনা করেন। দ্র. *আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১।

[২৯] সূরাহ্ আত্-তাওবাহ, ৯ : ৮২।

[৩০] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস্-সহীহ*, হাদীস নং ২৬২৬।

[৩১] মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরযিমী, *আল-জামি'*, ৪র্থ খণ্ড, বাবু মা জাআ ফী সানাই'ঈল মু'রূফি, হাদীস নং ১৯৫৬, পৃ. ৩৩৯; মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহু আল-আদাবুল মুফ্রাদ*, তাহকীক: মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-বানী (দারুস সিদ্দীক, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), হাদীস নং ৬৮৮/৮৯১, পৃ. ৩৩১; বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান*, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৩১০৫, পৃ. ৬৬।

[৩২] মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরযিমী, *আল-জামি'*, হাদীস নং ২৮১৯।

[৩৩] সূরাহ্ লুকমান, ৩১ : ৬।

[৩৪] শিহাবুদ্দীন মাহমূদ আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হি.), পৃ. ৭৬।

[৩৫] সূরাহ্ আন-নূর, ২৪ : ১৯।